



বিবেক পথে  
পরিবার



পথ দেখাচ্ছে

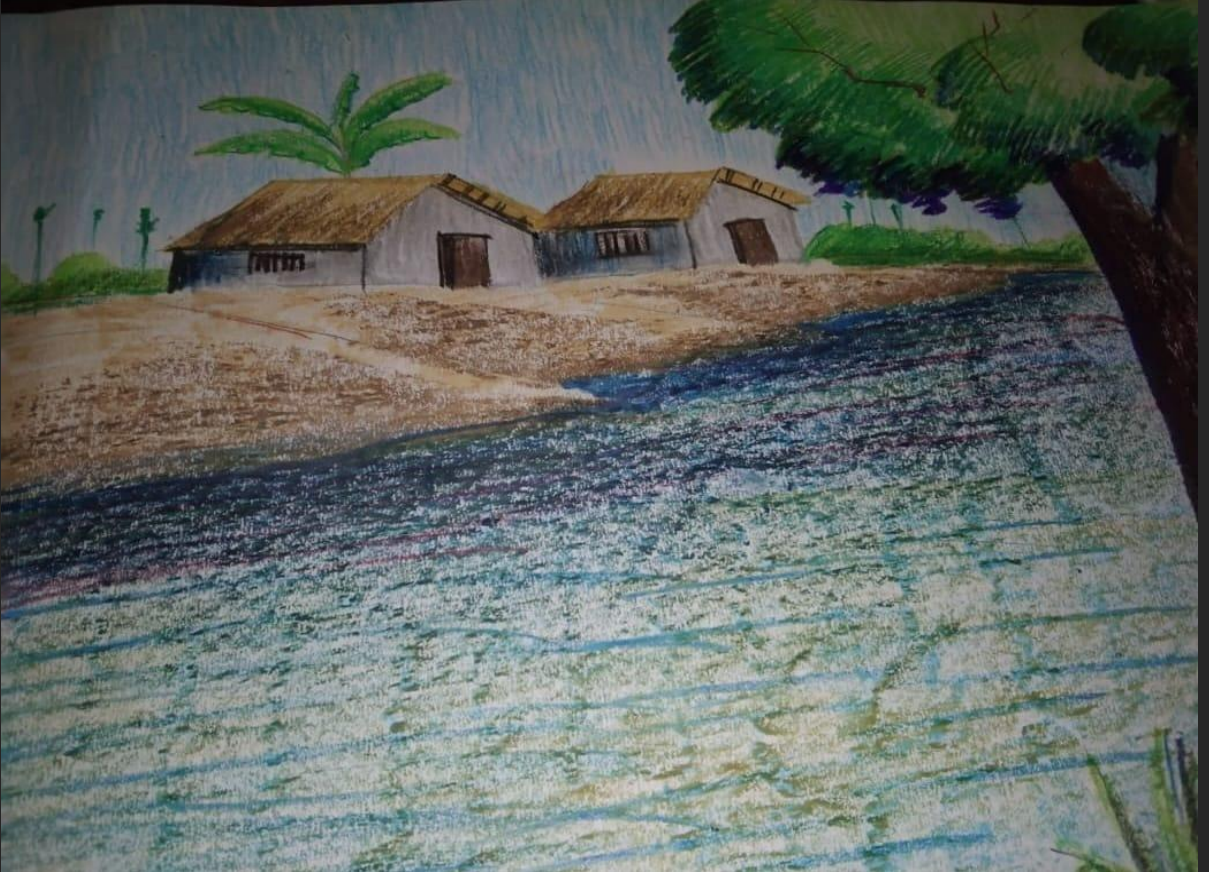
১ম বর্ষ

ক্রমিক নং : ৪০

২৩.১২.২০২০

পাঠক সংখ্যা : ৩৮০০

প্রচ্ছদ - ঋতু দাস



# সূচীপত্র

প্রচ্ছদ = ঋতু দাস

এগিয়ে যাওয়ার পথে = ডঃ কিংশুক দাস

বিবেক সম্মান উৎসবের কর্মসূচি ২০২১

সাধারণ জ্ঞান

শ্রদ্ধার্ঘ্য = রাসবিহারী ঘোষ

আজকের দিনে... (২৩ ডিসেম্বর)

১৭৫৭ - পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের কাছে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটলে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়

১৮৪৫ - ভারতীয় রাজনীতিবিদ তথা আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের জন্ম

১৯০২ - ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি চরণ সিংয়ের জন্ম

১৯২১ - বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হল

১৯৫৪ - বিশ্বের প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন হল বস্টনে

২০০৪ - ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওয়ের জীবনাবসান

# এগিয়ে যাওয়ার পথে

## পথ দেখাচ্ছেন



ডঃ কিংশুক দাস

চলার পথে স্বামীজীকে খুঁজে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েই বিবেক পথে পা বাড়িয়ে ছিল ভবিষ্যতের দিকে। চলতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা পেয়েছি বহু অসাধারণ মানুষকে, যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা, কর্ম, ধারণাকে স্বামীজীর আদর্শের সাথে মিলিয়ে দিয়ে পথিক হয়েছেন একই পথের। যে পথ হল - আদর্শ সমাজ গঠনের পথ। আর এ কথা আমরা সকলে জানি, আদর্শ সমাজের একক হল আদর্শ মানুষ। তাই সমাজ গঠনের আগে

নিজেকে গঠন করার কথা বলে গিয়েছিলেন  
স্বামীজী। কিন্তু আজ বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে নিজেকে  
গঠন করার প্রক্রিয়াতে কিছু বদল এসেছে যুগের  
নিয়মে। তাই স্বামীজীর ভাবধারার সীমানায়  
পৌঁছানোর জন্য পার করতে হচ্ছে অনেক গুলো  
কাটা তারের বেড়া। আর এই দীর্ঘ কঠিন পথের  
মাঝেই আছে আশাহত হয়ে পড়ার ভয়, আছে  
পিছিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা, রয়েছে সহজ রাস্তা ধরার  
মনোভাব। এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে,  
স্বামীজী অবধি অর্থাৎ নিজের অন্তর - বিবেক  
অবধি আমাদের নিজেদেরকেই পৌঁছে দেওয়ার  
পথে যিনি পথপ্রদর্শক তিনি হলেন মাননীয় ডঃ  
কিংশুক দাস মহাশয়।

মাননীয় কিংশুক বাবু তৎকালীন প্রাত্যহিক জীবনে,  
মানুষের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনাকে কেন্দ্র

করে সকলের কাছে নিয়ে এনেছেন এক অভাবনীয় সমাধান। সমাধান - রোজকার জীবন যাত্রার সাথে জড়িত হাজারো সমস্যার। যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বর্তমান যুগের প্রত্যেকেই। তা শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে বৃদ্ধাবস্থা অবধি।

মাননীয় ডঃ কিংশুক বাবুর এই অভিনব সমাধান ,পথ দেখাতে সক্ষম এই যুগের প্রতিটি মানুষকে।

তাঁর এই অসাধারণ চিন্তাধারা ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ আজ বিবেক পথে পত্রিকার পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা রইলো।

তিনি শুরুতেই যেই বিষয়কে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বুঝাতে বললেন তা হল, এই যুগে, মানুষের মনকে যে অশান্তি, বিরক্তি কলুষিত করে রেখেছে তার উৎস ঠিক কোথায় ? তার উত্তর হল প্রতিটি

বিষয় আমাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত উদ্বেগ বা  
প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ নেওয়ার প্রবণতা  
(Stress)। সেই Stress বা উদ্বেগের কারণ বিভিন্ন  
হতে পারে, ছাত্র জীবনের কথা যদি আমরা ভাবি  
তবে দেখব, সেখানে পরীক্ষার আগে পড়াশোনার  
বিষয় অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ এর একটা সম্ভবনা  
তৈরি হয়, অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে লক্ষ্য করলে  
দেখা যাবে সেই স্ট্রেসের কারণ চাকরি বা ভবিষ্যত  
পরিকল্পনা নিয়ে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে নিজেকে  
একটা যথাযথ স্থানে দেখতে চাওয়ার স্পৃহা,  
জীবনে ডেকে আনছে অকারণ উদ্যোগ। তবে শুধু  
কর্ম জীবন নয়, ব্যক্তি জীবনেও রয়েছে উদ্বিগ্ন  
হওয়ার নানান কারণ। পর্যবেক্ষণ করে দেখা  
গিয়েছে, যে যে মানুষরা সারা দিন একসাথে  
অনেক গুলো কাজ করছে তাদের মধ্যে উদ্বিগ্ন

হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। বিশেষত বাড়ির মহিলারা এই সমস্যার শিকার। এক হাতে সন্তান প্রতিপালনের সাথে সংসারের সমস্ত দিক সমান ভাবে সামলানোর ফল স্বরূপ তাদের প্রাপ্য মানসিক চাপ, উদ্বেগ। অর্থাৎ এই সমস্যা বয়েসের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং শুধু তাই নয়, স্ট্রেসের কারণ কেবল মানসিক চাপ নয়। একটি মানুষ যদি প্রতি নিয়ত তার শারীরিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করতে থাকে, তার থেকেও মনে তৈরি হতে পারে উদ্বেগ। আর এই উদ্বেগ, এই মানসিক চাপই আমাদের চালনা করছে এক সীমাহীন প্রতিযোগিতার দিকে। যেই প্রতিযোগিতায় একবার নামলে, আর পথ নেই নিজেকে নিয়ে ভাববার। পথ নেই কোনো কিছু অন্তর থেকে উপলব্ধি, উপভোগ করার মানসিকতা তৈরি করার। আসলে

এই প্রতিযোগিতা আমাদের অজান্তেই আমাদের  
তৈরি করছে

এক যন্ত্রমানব। যে মানবরূপী যন্ত্র সমস্ত বিচার,  
বিশ্লেষণ, উপলব্ধির উর্ধে।

বর্তমান যুগের এই বিভীষিকাময় সমস্যার সমস্ত  
কারণ আলোচনার পর মাননীয় কিংশুক বাবু

দেখালেন এই সব সমস্যার সমাধানের পথ। এই  
কঠিন সমস্যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছে

ক্ষত। ডঃ কিংশুক বাবু তাঁর ডাক্তারী ভাষায় তাই  
বললেন এই ক্ষত নিরাময়ের কথা। নিরাময়

অর্থাৎ **Healing**. আর ক্ষত যখন হৃদয়ের তখন এ

তো যেকোনো ওষুধে সারার নয়। তাই দেখালেন

নিরাময়ের নয়া পথ - **Spiritual Healing**

তৎকালীন জীবনের এই নানান সমস্যার সমাধান

হলো। - জীবনে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা।



আমরা যদি কর্ম ও ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্য যথাযথ ভাবে বজায় রাখতে পারি তবেই সঠিক মানুষ হিসাবে এগিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় যা যা হতে পারে, তাই হলো **Spiritual Healing** বা আধ্যাত্মিক নিরাময়ের পথ। মানুষের মানসিক চাপকে, উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে কয়েকটি স্তর, যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয়, **#Stress**

**Management Pyramid.** সেখানের সর্বনিম্ন স্তরে আছে **Foundational component** - অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রাথমিক বিষয় গুলো যেমন সময়ের ভারসাম্য, সঠিক সময়ে বিশ্রাম , খাওয়া দাওয়া এগুলো যদি সঠিক ভাবে পালন করা যায়, তবে স্ট্রেসকে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা কম করা সম্ভব। এরপরের স্তর হলো - **Power**

**component** - অর্থাৎ মানুষের নিজের পরিস্থিতি, ভাবনা,সম্পর্ক সম্বন্ধে নিজের একটা স্পষ্ট ধারণা এবং এর সবার সাথে প্রয়োজন **Spiritual Integration**. যার অর্থ নিজের সাথে আধ্যাত্মিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটানো। আর তাই এই স্তর থেকেই **Spiritual Healing** প্রক্রিয়ার শুরু।

যার জন্য সবার আগে প্রয়োজন **Spirituality** বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। পৃথিবীর নানা কোণের নানান মানুষ নানা সময় সাধনা করেছেন

আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করার জন্য। তার জন্য উঠে এসেছে বিভিন্ন ধারণা। ডঃ কিংশুক বাবু মনে করেন আধ্যাত্মিকতা হলো জীবন অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে পুঞ্জিত শক্তি, জীবনের চেতনাই হলো আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ। সেই চেতনা আমাদের মধ্যে

কিভাবে আসবে তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে আমাদের উপর। কারুর কাছে নিজেকে উপলব্ধি করার পথ হতে পারে "হরি নাম"। সেই ব্যক্তি যদি হরি নামই সমস্ত একাগ্রতার সাথে, অন্তর থেকে করে, তবে সেই প্রক্রিয়াই তার জন্য হয়ে উঠবে **spiritual healing** এর মাধ্যম।

এরপর বুঝতে হবে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ডঃ কিংশুক বাবু বোঝালেন, বিজ্ঞানের ভাষায়

জীবনের সংজ্ঞা হলো - **Life is a**

**manifestation of biochemical and**

**biophysical matter.** কিন্তু অন্য দিকে

আধ্যাত্মিকতার নিরিখে জীবনের সংজ্ঞা হল - **Life**

**is a manifestation of supreme**

**consciousness** - জীবনের অর্থ হলো চেতনা

অর্থাৎ অন্তরাত্মার বিকাশ। যা মানুষকে সম্পূর্ণ  
ভাবে চালনা করতে পারে। কিন্তু সেই  
আত্মবিকাশের পথ কি হতে পারে তা ঠিক করে  
নিতে হবে নিজেকেই।

এই অন্তরাত্মাকে চালিত করার জন্য, চেতনাকে  
বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শক্তি। সেই শক্তির  
উৎস বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন। বহু বহু কাল  
আগে খ্রীষ্ট ধর্মমত অনুযায়ী বিশ্বাস করা শুরু হয়,  
আমাদের আত্মা, আমাদের অন্তরকে পরিচালনা  
করছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর থেকে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা  
আমরা, আমাদের চেতনা পরিচালিত হচ্ছে, আর এই  
অন্তরাত্মা পরিচালনা করছে আমাদের দেহ এবং  
মনকে। যে সব মানুষ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলেন,  
তারা এগোতে শুরু করলেন ঈশ্বরকে লাভ করার  
পথে। নিজের অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিলেন

ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য। কোথাও পূজার পর  
চরণামৃত গ্রহণ করে, কেউ বা মক্কা মদিনার পবিত্র  
জল পান করে - এই সমস্তই হয়ে উঠলো নিজের  
অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ। কারণ মূল বিষয়বস্তু  
হলো, এই সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি নিজের  
চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব তবে কোনো প্রক্রিয়াতে,  
কোনো আচার পালনে কোনো সমস্যা নেই।

তবে এর মধ্যেই কিছু মানুষ নিজের অন্তর  
জাগরণের জন্য অন্য পথ ধরলেন। কিছু ধারণা,  
বিশ্বাস তৈরি হলো, যা এরকম -

আমাদের চালনা করার জন্য কোনো বাহ্যিক শক্তির  
প্রয়োজন নেই। আমরাই আমাদের সমস্ত শক্তির  
উৎস। নিজের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই  
সমস্ত কিছু লাভ করা সম্ভব। এই আদর্শ যিনি  
মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন, তিনি আর কেউ নন -

স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বললেন আমরা, একমাত্র  
আমরাই পারি আমাদের আত্মাকে জাগ্রত করতে।  
বাইরের কোনো শক্তির পক্ষে তা সম্ভব না। আর  
এই চেতনা অর্থাৎ বিবেককে জাগিয়ে তোলার  
পথও স্বামীজী দেখালেন মানুষকে। তার একটি  
অন্যতম পথ হলো - যোগ। অর্থাৎ ধ্যান, সাধনার  
মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরকে জাগিয়ে তুলতে  
পারি। তার জন্য আমাদের অন্তরাত্মাকে শান্তির  
বাতাবরণে নিয়ে আসতে হবে - তা করার জন্য  
ধ্যান বা যোগের বিকল্প আর কিছু নেই। ধ্যানই  
একমাত্র পথ, যার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে চলতে  
থাকা অকারণ, অপ্রয়োজনীয়, খারাপ ভাবনা চিন্তাকে  
রুদ্ধ করার ক্ষমতা তৈরি হবে আমাদের মধ্যে।  
কোনো ভাবনা আমাদের পরিচালিত করবে এমন  
নয়, আমাদের দ্বারা আমাদের ভাবনা পরিচালিত

হবে - এমন একটা মানসিক অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস একটাই - তা হলো শান্তি। আমাদের আত্মা যখন কোনো খারাপ ভাবনা, ভুল চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে না তখনই আমরা ধীরে ধীরে **Spiritual Healing** এর পথে হাঁটতে শুরু করব।

এই সমস্ত ব্যাখ্যা দিতে দিতে মাননীয় ডঃ কিংশুক বাবু উদাহরণ দিয়ে আরো স্বচ্ছ ভাবে বুঝিয়ে বললেন বিষয়টি - আমাদের বহুদিন আগে হয়তো কোনো মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি, যেটা ভীষণ কষ্ট দিয়েছে আমাদের, কিন্তু **spiritual healing** এর মাধ্যমে আমাদের নিজেদের অন্তর এত নিপুণ ভাবে সুগঠিত হবে যে সেই আঘাত আমাদের আর কষ্ট দিতে পারবে না। অর্থাৎ

কোনো নিকৃষ্ট ভাবনা যা হৃদয়কে কলুষিত করতে পারে এমন কোনো ভাবনার কোনরকম প্রভাব আর আমাদের জীবনে থাকবে না। **Spiritual healing** এর অন্তিম ফল এটাই। তাই নিজেকে বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নানা ভাবে।

**Spiritual healing** এক দুদিনে সম্পন্ন হতে পারে ভাবলে, তা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল হবে। আমরা কয়েক দিনে জ্ঞান লাভ করতে পারি, জানতে পারি, শুনতে পারি। কিন্তু যতক্ষণ না তার প্রয়োগ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে করতে পারব ততক্ষণ কোনো প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হবে না। তাই **spiritual healing** এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, আমাদের সাধনা করতে হবে বহুদিন। আরো একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললেন ডঃ কিংশুক



বাবু। স্বামীজীর আদর্শকে কেন্দ্র করেই যা মানুষকে  
বুঝিয়ে চলছেন তিনি। বললেন, ত্যাগ করতে হবে  
অহং বোধ কে। অহং যার সাথে বর্তমান যুগ খুব  
ভালো ভাবে পরিচিত। অহং অর্থাৎ #Ego. এই  
অহং বোধের জন্ম হলো আমিত্ব থেকে। এই বোধ  
মানুষের মধ্যে এক বিচিত্র ভাবধারার জন্ম দেয়।  
সীমাহীন প্রত্যাশা তৈরি করে মনের মধ্যে। তখন  
সেই মানুষের কাছে সমস্ত কিছু পাওয়াই তাকে  
চূড়ান্ত আনন্দ দিতে পারে বলে মনে হয়। এদিকে  
আমাদের অন্তর আত্মা বলে চূড়ান্ত শান্তি হলো  
একমাত্র প্রত্যাশার বস্তু। তাকে পেলেই সব কিছু  
অনায়াসে লাভ করা সম্ভব।

তাই স্বামীজীর বাণীকে অবলম্বন করে ডঃ কিংশুক  
বাবুও মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন সেই বার্তাই।  
নিজেকে খুঁজতে গেলে সম্পূর্ণ রূপে অহংবোধ

,আমিত্বকে ত্যাগ করতে হবে। তার জন্য, যে কাজটা মনকে প্রকৃত শান্তি দেয়, সেই কাজ করতে হবে, নিজের সাথে নিজের সংযোগ গড়ে তুলতে হবে, আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অদৃশ্য ধন্যাত্মক শক্তিকে নিজের মধ্যে গ্রহণের পথ তৈরি করতে হবে। প্রক্রিয়া খুঁজে বের করতে হবে নিজেকেই। এর মধ্যেই এক অন্যতম প্রক্রিয়া হতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা অথবা **Reiki**. রেইকির আরেক অর্থ **energy healing**। মাননীয় কিংসুক বাবু বুঝিয়ে বললেন এর মানে। আমাদের সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছে **cosmic energy**, মহাজাগতিক শক্তি, আইনস্টাইনের সূত্র মতে যে শক্তির সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই - কেবল আছে রূপান্তর। রেইকি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমাদের চারিদিকে বেষ্টিত সেই শক্তিকে আমাদের

ভিতরে ,আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য  
নিজেদের মধ্যে সরবরাহ করা। উদাহরণ দিলেন -  
আমরা সকালে সূর্যের দিকে লক্ষ্য করে যে নমস্কার  
জানাই তা রিইকিরই একটা পদ্ধতি। সূর্য হলো এই  
জগতের সুবিশাল শক্তির আধার - তাই আমরা  
যখন আমাদের দুহাত জড়ো করে আমাদের মাথায়  
ঠেকাই তখন সূর্যের দিকে থাকা আমাদের চারটে  
আঙ্গুলের উপরের অংশ দিয়ে সেই সীমাহীন  
শক্তিকে আমরা গ্রহণ করি,আর যে আঙ্গুলটি কপাল  
স্পর্শ করে থাকে তার মাধ্যমে সেই শক্তি আমাদের  
মধ্যে প্রবেশ করে , যা আমাদের মধ্যে চেতনার  
উদ্রেক ঘটাতে সাহায্য করে - এই সমস্তই  
**spiritual healing** এর এক একটি পথ।

এই সমস্ত আলোচনার সাথে ডঃ কিংশুক বাবু এও  
বললেন,আরো হাজার রাস্তা আছে নিজের

চেতনাকে জাগিয়ে তোলার, নিজের বিবেককে  
প্রত্যক্ষ করার। সেটা যেমন আমাদের শরীরে  
উপস্থিতি ৭টি চক্রকে যোগের মাধ্যমে প্রকাশিত  
করা, তেমনই আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কিছু  
নিয়মকে যথাযথভাবে পালন করে নিজেকে  
পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। এই নিয়ে  
মতবাদেরও অন্ত নেই। নানা গুণী জন ব্যাখ্যা করে  
গেছেন নানা ভাবে। কিন্তু প্রকৃত **Spiritual  
Healing** এর লক্ষণ হলো, এই সমস্ত মতভেদকে  
সম্মান করা। প্রতিটি মানুষের চিন্তার গতি প্রকৃতি  
ভিন্ন হওয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে  
প্রত্যেকের মতামত ভিন্ন। **Spiritual Healing**  
থেকে প্রাপ্ত মানসিক ক্ষমতা হলো সেই ক্ষমতা যা  
এই ভাবনার বিভিন্নতাকে সম্মান জানাতে পারে।  
সর্বোপরি ভাবে মাননীয় ডঃ কিংশুক বাবুর ভাষায়,

**spiritual healing** নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটানোরই এক পথ। যে বিকাশ নিজের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করবে , তৈরি হবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। আর সবশেষে স্বামীজীর আদর্শের সূত্র ধরেই বললেন , এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্ভব হবে আমাদের নিজেদের দ্বারাই। আমরাই পারবো আমাদের নিজেদের জাগিয়ে তুলতে।

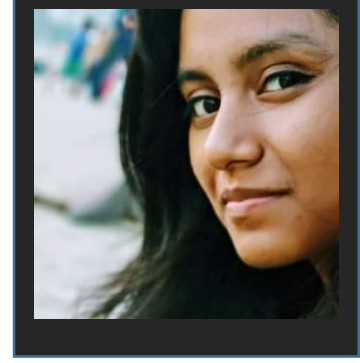
..... সমাজের কাছে মাননীয় ডঃ কিংশুক বাবুর মত মানুষ এক অমূল্য উপহার - যাঁরা মানুষের শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের দায়িত্ব যেমন নিয়েছেন, তেমনই নিয়েছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে পুঞ্জিত বিরাট শক্তির ভান্ডারকে মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব। আর এই কঠিন কাজকে সম্ভব করার বিশ্বাস এবং সাহস যে দীর্ঘ অভ্যাস ও যথাযথ সাধনা করে স্বামীজী তথা বহু গুণী

মানুষের প্রবর্তিত তত্ত্বের নিগূঢ় অর্থের নির্যাসকে  
নিজের জীবনে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন  
করেছেন - তা তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে ঝরে পরা  
প্রবল আত্মশক্তি থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি  
জানালেন ও তাই, আমরা যদি কোনো বাণী,  
কোনো সূত্র, কোনো তত্ত্বের কি অর্থ তাই না  
উপলব্ধি করতে পারি তবে কখনই তাকে নিজেদের  
জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। তাই যা শুনব, যা  
দেখব, যা জানবো তার বিশ্লেষণ করতে হবে  
নিজের অন্তরে - তাতেই ঘটবে আমাদের  
আত্মশক্তি পূর্ণ প্রকাশ.....

সবশেষে, মাননীয় কিংশুক বাবুর , এই অভাবনীয়  
,অভিনব পদ্ধতিতে মানুষকে পথ দেখানোর  
প্রচেষ্টাকে বিবেক পথে পরিবার সাধুবাদ জানায়।  
আমাদের পথ চলায়, তাঁর মত মানুষকে সাথে

পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত। তিনি আগামী দিনেও  
এই ভাবেই আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে  
এগিয়ে চলুন, বিবেক পথের এই কামনা রইলো।

সাক্ষাৎকারে - নন্দিতা জয়রমন



Vivek Samman Utsab - 2021

Connecting The Soul



**Encourage by**



**Organised by - Vivek Pathe**

# বিবেক সম্মান উৎসবের কর্মসূচি ২০২১

## 18th Vivek Samman utsab 2021

Organised by **Vivek Pathe**

Programme Schedule

Inauguration- 22th December 2020

Sri Sri Saroda Ma birth day celebration at Vivek Mondir, Jodhpur park, Kolkata 68

& Handcraft completion and Exhibition(virtual)

10th January 2021 - Inaugural by-Dr. Minakhsi Tripathi

#Seminar (subject -We and our social work) virtual

Inaugural by Sri Shirshendu Mukherjee# Potrika prokash( virtual)

11th January 2021- Sit&Drawing Competition(virtual)

12th January 2021 Swami Vivekanda Birth day celebration at Vivek Mondir

## 18th February 2021

Vivek Samman Arpon at Shahid Surya Sen Hall ,kolkatta 68



# সাধারণ জ্ঞান

23/12/2020

বিবেক পথে পত্রিকা

সাধারণ জ্ঞান - ১২৫

- ১) বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী মহিলা কে ?
- ২) ভারতের প্রথম পদ্মশ্রী জয়ী অভিনেত্রী কে ?
- ৩) বুকায় পুরস্কার জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা কে ?
- ৪) ভারতের প্রথম মহিলা স্পিকার কে ?
- ৫) ভারতের প্রথম রাজীব গান্ধী পুরস্কার প্রাপক কে ?

সাধারণ জ্ঞান - ১২৪ এর উত্তর

- ১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- ২) সরোজিনী নাইডু
- ৩) গৌতম বুদ্ধ
- ৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ৫) বিষ্ণু পর্বত

# শ্রদ্ধার্ঘ্য

আইনজীবী, সমাজকর্মী, জনহিতৈষী এবং মহান দাতা

## রাসবিহারী ঘোষ

জন্ম:- ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৫ - মৃত্যু:- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১



১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য দশ লক্ষ টাকার একটি সাহায্য প্রদান করেন। যাদবপুরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যও তিনি তেরো লাখ টাকা দান করেন। পরবর্তীকালে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আরজি কব মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 8617272010

## সম্পাদক মন্ডলী

সমর কুমার দাস	9331202754
ইন্দ্রাণী সেন	9874974346
কার্তিক চন্দ্র সরকার	9874566708
নন্দিতা জয়রমন	9653328591
শমী তরফদার	9674778388
ময়ুখ মণ্ডল	8617272010
তপন হালদার	7584814245

**MAIL ID - [vivekpathe@gmail.com](mailto:vivekpathe@gmail.com)**

**Address -530a, Jodhpur park, kol-68**



“ভীত হয়ো না। বারবার বিফল হয়েছো বলো  
নিরাশ হয়ো না। কাল সীমাহীন, অগ্রসর হতে  
থাকো, বারবার তোমার শক্তি প্রকাশ করতে  
থাকো, আলোক আসবেই।”